

শাদ্দীনগার মাত্ৰা

অনুষ্ঠ

৮ই এপ্রিল, ২০০৬

আজ থেকে বছর চারেক আগে একবার কৌতুহলবশতঃ বাংলাদেশের বাঙলা অন্তর্জালগুলির একটি Chat room -এ ঢু মেরেছিলাম। যত খানি ছিল শেখার কৌতুহল তার থেকে বেশি ছিল বিস্ময়। কি অবাক লাগছিল আমার কাছে, সারাবিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে বাঙলাভাষীরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। যদিও প্রথম প্রথম বুঝতে পারতাম না, লিখে লিখে কি করে কথা চালানো যায়? এতো ধৈর্য থাকে কি করে? কিন্তু পরবর্তীতে অন্তর্জালের অপার বিস্ময়কর জগতের সাথে পরিচিত হওয়ার পর বুঝলাম মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের চূড়ান্তসীমার সামান্য এক রূপ!

প্রথমদিন Chat room -এ গিয়ে কোনো এক কারণে কিছুক্ষণ পর বের হয়ে এলাম। পরের দিন আবার আগ্রহ নিয়ে আড্ডা দিতে এসে ওই বাঙলা অন্তর্জালে প্রবেশ করলাম। এবার এক ধাক্কা খেলাম। Chat room -এ উপস্থিত সবার বাঙলাভাষী নাম, কিন্তু এ কোন ভাষায় কথা বলছেন উনারা। বাঙলাভাষার এ কী বলিহারিরূপ। আগে কখনোতো দেখি নাই। অকথ্য ভাষায় কথোপকথনে রত একেকজন। ‘নারী-পুরুষের জৈবিক সম্পর্ক’-কে কুৎসিতরূপে শব্দ চয়ন করে একেক জন অবিরাম মন্তব্য করে চলছেন। গালিগালাজে মনিটরের স্ক্রিন ভরে গেছে। আমার আর সহ্য হল না। এক জনকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনারা কি বাসায় এই ধরনের ভাষায় আলাপ করেন, মানে আপনার মা-বাবার সাথেও?’ বলা মাত্রই আমার দিকে তেড়ে আসলেন, আমার চৌদ্দগুষ্ঠী উদ্ধার করতে উনি যে ভাষা প্রয়োগ করলেন, তাতে আমার হার্টফেইলার হওয়ার উপক্রম। আমি তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলাম। এরপর এসে ঢুকলাম আরেক বাঙলা অন্তর্জালের Chat room -এ। কিন্তু এখানেও একি অবস্থা! বাঙলা ভাষার ভাঙারে কতো যে চিত্তাকর্ষক, মনোহর শব্দাবলি আছে, তা আমার আগে জানা ছিল না! আমার আর সাহস হয়নি পরবর্তীতে এই সকল বাঙলা অন্তর্জালের Chat room -এ এসে আড্ডা দেয়ার। মাথায় একটা প্রশ্নের উদয় হলো, এই যারা অন্তর্জালগুলি ব্যবহার করছেন, তারাতো প্রত্যেকেই উচ্চবিত্ত বা শিক্ষিত পরিবারের। কিন্তু তাদের শব্দ চয়ন কিংবা ভাষার ব্যবহার ডাস্টবিনের আবর্জনার চেয়েও নোংরা কেন? না কী উনারা চরিত্রগত ভাবে এরকমই। পরিচয় প্রকাশ পাবে না, এই জন্যেই কী নিজেদের মাতৃভাষার দক্ষতা প্রমাণ করতে আদাজল খেয়ে লেগে গেছেন। উত্তর আমার জানা নেই।

এরই কিছুদিন পরে, কোনো এক বাঙলা অন্তর্জালের Chat room -এ পান্না খান নামের একজনের সাথে আলাপ হলো কিছুক্ষন। উনার মাধ্যমেই আমার 'ভিন্নমত' নামের বাঙলা অন্তর্জালের সাথে পরিচয় এবং পরবর্তীতে এই অন্তর্জালেই অভিজিৎ রায়ের একটি লেখার পড়ে মুক্ত-মনা-তে উত্তরণ। যাই হোক, এটি অন্য প্রসঙ্গ। মুক্ত-মনা সহ আরো কিছু বাঙলা অন্তর্জালের সাথে পরিচিত হওয়ার পর আমার আর কখনো ঐ সকল 'বাঙলা Chat room ' নামক নিত্যনতুন শব্দ (পড়ুন গালিগালাজ) উৎপাদন কারখানায় যাওয়ার ইচ্ছে আর হয় নি। তবুও মাঝে মাঝে ঐ সকল বাঙলা অন্তর্জালে বিভিন্ন লেখকের অপভাষা প্রয়োগের দৌরাত্ন দেখে থমকে যেতে হতো। পুরাতন প্রশ্নটি আবার মাথার মধ্যে উদয় হতে লাগল।

সদ্য বাঙলা অন্তর্জালের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয় লেখক জনাব এ.এইচ মহিউদ্দিন বা এস হাশেম ('জনাবা' শব্দটি উনার মতেই ব্যবহার উপযোগ্য নয়) দুজন লেখককে 'ভারতীয় সারমেয়' বলে নিজের ভাষাজ্ঞানের অপার মহিমা প্রদর্শন করেছেন। ধন্যবাদ আপনাকে, আমরা ধন্য, কৃতার্থ। যাত্রা শুরু হলো, অপভাষা প্রয়োগের দৌরাত্নের। হয়তো শীঘ্রই 'অমুকের বাচ্চা' 'তমুকের বাচ্চা' শব্দেরও আমদানি ঘটবে অন্তর্জালগুলিতে এবং এই সকল শব্দপ্রয়োগের জন্যও যুক্তিও শুনবো। মারহাবা! মারহাবা! আমরা অপেক্ষায় থাকলাম।

কয়েকদিন আগে কয়েকজন বন্ধুদের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে, এক বন্ধু একটা কথা বললো। হয়তো সে ভিন্ন অর্থে বলেছে, তবুও এটি পাঠকদের গুনানোর লোভ সামলাতে পারছি না। বক্তব্যটি হচ্ছে এই, আমরা নানা ধরণের পাখি পুষে থাকি। এর মধ্যে ময়না, টিয়া, সারস পাখিকে কথা বলা শিখানো যায়। কারোও কারো বাসায় দেখা যায়, মেহমান আসলে ময়না পাখি বলে উঠে, 'মেহমান আইছে পিড়ি দাও' কিংবা 'বসতে দাও'। আমরা এ সকল বুলি আওড়ানো দেখে খুশি হয়ে উঠি, বিদ্যার দৌড় দেখে প্রশংসা করি। কিন্তু বিড়াল যখন সুযোগ পেয়ে ময়না পাখিকে জাপটে ধড়ে, তখন ময়না পাখির গলা দিয়ে 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না শয়তান' জাতীয় শেখানো বুলি বের হয় না, গলা দিয়ে 'খঁ্যাক' করেই আওয়াজ বের হয়। এটা তার মায়ের ভাষা, যার সাথে তার নাড়ির সম্পর্ক।

ধন্যবাদ সবাইকে। সবার সুস্থতা কামনা করছি।

যোগাযোগ : ananta_atheist@yahoo.com